দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 22 JUN 1991
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 8

গণশিক্ষা কর্মসূচী

এখন স্বতসিদ্ধ বলে মেনে নেয়া হয়েছে যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রেখে কোন ধরনের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বলা হচ্ছে, গণশিক্ষা খাতে বিনিয়োগ হলো সবচেয়ে 'লাভজনক' বিনিয়োগ এবং বছরের পর বছর ধরে এই লাভ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যায়।

আমাদের দেশে গণশিক্ষার কোন কর্মসূচীরই সফল বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে তিন-চতুর্থাংশ মানুষ এখনও নিরক্ষর। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য দেশের প্রতিটি সরকারই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এখনো আমাদের চারিদিকে অন্ধকার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়ায় প্রায় একই অবস্থায় থেকে উন্নয়নকাজ শুরু করলেও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যতটা এগিয়ে গেল দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, বার্মা ততটা এগোতে পারল না কেন? এর মুখ্য কারণ হিসেবে বলা হয়, এই দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচীতে গণশিক্ষা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।

যারা লক্ষণীয় উন্নয়ন দেখাতে পেরেছেন তাদের দেশে আনুপাতিক হারে আমাদের দেশগুলোর চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার চেয়ে তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষাতে অনেক বেশি খরচ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছে। বয়স্কদের সাক্ষরতার সফল অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের সফলতার সঙ্গে সমতা রেখে হয়েছে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

গণশিক্ষায় অনগ্রসর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও আমাদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। শ্রীলংকায় তিন-চতুর্থাংশ লোক সাক্ষরতাজ্ঞানসম্পন্ন। ভারতের কেরালা রাজ্যে শতকরা ১শ' ভাগ মানুষ লিখতে-পড়তে পারে। এমনকি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিম বাংলাতেও নিরক্ষরের হার অনেক কমে গেছে।

কিছুদিন থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন উপদেষ্টারাও বলতে শুরু করেছেন, বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার না করে কোন উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যত পয়সাই ঢালা হোক না কেন নারীশিক্ষার লক্ষণীয় অগ্রগতি না হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জন্মনিরোধ কর্মসূচীর আংশিক বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। উন্নয়নের নামে এখানে-ওখানে লোকদেখানো ছিটেফোঁটা অর্থ না ঢেলে গণশিক্ষা বিস্তারে তৎপর হলে সবকিছুতে অগ্রগতি সাধন সম্ভব।

আমাদের দেশে ইদানীং কর্তাব্যক্তিরা গণশিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। বর্তমানের নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই গণশিক্ষা নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছেন। মন্ত্রীরা সভা-জনসভায় তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন। আমরা আশা করবো, এই অঙ্গীকারগুলো বিগত সরকারের কর্মকর্তাদের বাগাড়ম্বরের মত সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নয়।

এ প্রসঙ্গে সবার মনে রাখতে হবে, দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষাকে বর্তমানের দৈন্যদশা থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা না করলে আমরা এক পা এগোতে পারবো না। আমাদের দেশের শিক্ষা কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে যতটা মাথা ঘামান, তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তারচেয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্থ ও সম্পদসংস্থান বাড়াতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার দক্ষতা বাড়াতে হবে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার মত বয়সের বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ের বাইরে রেখে কোন সাক্ষরতা অভিযান সফল হওয়ার কথা নয়।

ইতিপূর্বের বিএনপি সরকার গণশিক্ষা অভিযান চালু করেছিলেন। কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, বর্তমানের বিএনপি সরকার এক দশক পর সেই ধরনের কর্মসূচী আবার হাতে নেয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন। গণশিক্ষা কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

অতীতের গণশিক্ষা কর্মসূচী ত্রুটিমুক্ত ছিল না। বাস্তবায়নের সময় দেখা গেল পূর্বপ্রস্তুতির অভাব। অনিশ্চিত পদক্ষেপ। কথার আড়ম্বর থাকলেও কাজের অভাব। বইপুস্তক পঠিত হওয়ার বদলে পোকায় কাটছে। অথচ শিক্ষার নামে টাকা-পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। গণশিক্ষার সেই কর্মসূচীর সুফল সম্পর্কে সবার মনে সংশয়।

আমরা আশা করবো, এখন যখন গণশিক্ষা কর্মসূচী নতুন করে চালু করা হচ্ছে তখন অতীতের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করা হবে না। অতীত কর্মসূচীর ভাবাবেগবর্জিত মূল্যায়নের ভেতর দিয়েই নতুন দিগদর্শন পাওয়া যাবে। প্রতিবেশীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। গণশিক্ষা বিস্তারের কাজটা খুবই কঠিন। তবে জাতি হিসেবে সম্মানের সাথে টিকে থাকতে হলে গণশিক্ষা কর্মসূচীতে আমাদের সফলতা অর্জন করতেই হবে।